গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নতুন ভ্যাট আইন, ২০১২ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য (Facts) জানুন

বিভ্রান্তিকর তথ্য (Myth) পরিহার করুন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংবাদপত্র নতুন অনলাইন ভ্যাট নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনমনে নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত কয়েকদিনের সংবাদ এবং তাদের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ভ্যাট আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে সে বিষয়টি দেশের আপামর জনসাধারণ সম্যকভাবে উপলব্দি করতে সক্ষম হয়েছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত ৪ বছর ধরে নতুন আইনের খুঁটিনাটি সব বিষয় নিয়ে সম্মানিত ব্যবসায়ীদের সাথে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণসহ অসংখ্য শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যে বার্তাটি জনগনের কাছে পৌছানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তা ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এতদসত্বেও নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে নিম্নের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সর্বসাধারণের সদয় জ্ঞাতার্থে পেশ করা সমীচীন বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করছে:

(১) **মূল্যস্ফীতি:** নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়িত হলে মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে বলে কেউ কেউ প্রচারণা চালাচ্ছেন। এটি মোটেও তথ্য ভিত্তিক নয় কারণ, তারা ভ্যাটের রেয়াত ব্যবস্থাকে বিবেচনা না করেই এমনটি বলছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা ভ্যাট চেইন সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নন তারাই ইচ্ছাকৃতভাবে রেয়াত ব্যবস্থাকে বিবেচনা না করেই মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে বলে ভিত্তিহীন প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রকৃত অবস্থা হলো নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়িত হলে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত মোট করভার অনেকাংশে হ্রাস পাবে, কারণ:

(ক) ১৯৯১ সনের আইনের আওতায় বর্তমানে VAT Exclusive হিসেবে ১৫% ভ্যাট আহরণ করা হয়। নতুন আইনের অধীন সকল মূল্য হবে ভ্যাটসহ (VAT Inclusive)। যে সব পণ্যের ভ্যাট আহরণ করা হয় সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (MRP) ভিত্তিতে সে সব পণ্যের। এমআরপি কে কর-ভগ্নাংশ দিয়ে গুণন করে ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। যেমন: বর্তমানে ১০০ টাকার ওপর VAT Exclusive হিসেবে ভ্যাট হবে ১০০*১৫% = ১৫ টাকা। ২০১২ সনের নতুন আইনে Inclusive হিসেবে ১০০ টাকার মধ্যে ভ্যাট হবে ১০০*১৫/১১৫ = ১৩.০৪ টাকা। অর্থাৎ নতুন আইনে কার্যকর নীট ভ্যাট (Effective VAT rate) হবে ১৩.০৪%, যা বর্তমান ১৫% হতে প্রায় ২% কম। ফলে সামগ্রিকভাবে নীট ভ্যাটের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

(খ) বর্তমানে কতিপয় সেবায় সংকুচিত ভিত্তিমূল্য, কতিপয় পণ্যে ট্যারিফ মূল্য প্রযোজ্য। আপাতঃদৃষ্টিতে শাদা চোখে নতুন আইনে সে সব সেবা বা পণ্যে ১৫% ভ্যাট আরোপ হলে মোট ভ্যাট বেশি হবে বলেই মনে হবে। প্রকৃত পক্ষে তা নয়। ১৯৯১ সনের আইনে রেয়াত প্রদান না করার কারণে বিক্রয় মূল্যের মধ্যে বেশি ভ্যাট থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। ধরা যাক কোনো পণ্যে খুচরা পর্যায়ের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য ১৩৫ টাকা। ১৯৯১ সনের আইনের নিয়মে ৪% হিসেবে তাতে ভ্যাট হয় ৫.৪০ টাকা। খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য ১১৫ টাকা হলে তিনি ভ্যাট দিয়ে

এসেছেন ১১৫*১৫/১১৫ = ১৫ টাকা, যা তার ১৩৫ টাকা মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভোক্তা মোট ভ্যাট দিবেন ১৫ + ৫.৪০ টাকা মোট ২০.৪০ টাকা। নতুন আইনে ভোক্তা মোট ভ্যাট দিবেন ১৩৫*১৫/১১৫ = ১৭.৬০ টাকা। খুচরা বিক্রেতা ১৫ টাকা রেয়াত পাবেন। ফলে মোট ভ্যাটের পরিমাণ হ্রাস পাবে ২.৮০ টাকা। অতএব নতুন ভ্যাট বাস্তবায়নের কারণে মূল্যস্ফীতির কোনো আশংকা নেই। বিস্তারিত হিসাব দেখতে ভিজিট করুন:

https://www.youtube.com/watch?v=Kjx5DraWp-c

ভিডিওটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

(গ) বিদ্যুৎ-গ্যাসে ভ্যাট বৃদ্ধি পাবে বলে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রকৃত তথ্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্যসে এর উপর বর্তমানে ১৫% ভ্যাট আরোপিত আছে। নতুন আইনেও ১৫% ভ্যাট থাকছে। ফলে মূল্য বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই। গ্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসবে। এতে ভ্যাটের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হবে না। ফলে ভ্যাটের জন্য গ্যাসের মূল্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। বিদ্যুতে বর্তমানে ভোক্তা পর্যায়ে ৫% ভ্যাট আরোপিত আছে। নতুন আইনেও ১৫% ভ্যাট থাকছে। তা সত্ত্বেও বিদ্যুতে ভ্যাটের প্রভাব কমবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, ১ ইউনিট বিদ্যুতের কর্তমান মূল্য ৯ টাকা। ৫% হিসেবে ভ্যাট ০.৪৫ টাকা। ক্রেতার মোট খরচ ৯.৪৫ টাকা। ব্যবসায়ীগণ বিদ্যুৎ বিলের ভ্যাটে ৮০% রেয়াত পান। তারা বর্তমানে ০.৪৫ টাকা ভাট পরিশোধ করলেও রেয়াত পাবেন ০.৪৫*৮০%=০.৩৬ টাকা। নতুন আইনে বিদ্যুৎ বিভাগ এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৯.৪৫ টাকা এমআরপি স্থির করবেন। ১৯৯১ সনের আইনের মত ভোক্তা এক ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৯.৪৫ টাকাই পরিশোধ করবেন। বর্তমানে সংকুচিত মূল্য বিধায় বিদ্যুৎ বিভাগ রেয়াত পায় না। নতুন ব্যবস্থায় তারা রেয়াত পাবেন। ফলে তাদের নিট ভ্যাট কমবে। সবচেয়ে লাভবান হবেন ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে তারা বর্ণিত এক ইউনিটে রেয়াত পান ০.৩৬ টাকা। নতুন ব্যবস্থায় তারা রেয়াত পাবেন ৯.৪৫*১৫/১১৫=১.২৩ টাকা। বর্তমানের ভ্যাটসহ মূল্যকে এমআরপি হিসেবে ঘোষণার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে ইতিমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে।

(২) **বাণিজ্য সুরক্ষা:** বর্তমান বাণিজ্য সুরক্ষা (Trade Protection) নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অতি গুরুত্বের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

(৩) **১৫% ভ্যাট হার:** অনেকেই ভ্যাট হার ১৫% হতে কমিয়ে ৭-১০% এ নামিয়ে আনার কথা বলছেন। এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবসায়ীগণকে আশ্বস্ত করছে যে, নতুন আইনের আওতায় ন্যায্য বাণিজ্য সুরক্ষা অব্যাহত থাকবে।জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Microsimulation পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করছে। সমীক্ষাটি শেষ হলে ভ্যাটের হার বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। ১৯৯১ সন হতেই বাংলাদেশে ১৫% ভ্যাট প্রচলিত। কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। মাত্র ১৫টি সেবা খাতে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য বিদ্যমান। অন্য সকল সেবাতেই ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। বর্ণিত ১৫টি সেবা হতে সংকুচিত মূল্য উঠে গেলে নীট ভ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ রেয়াত ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় আপাত দৃষ্টিতে ভ্যাট ১৫% হলেও নীট ভ্যাট বর্তমানের মতই থাকবে।

(৪) **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুরক্ষা:**বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভ্যাটের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি রাজস্বের সিংহভাগ আসে ভ্যাট আইন, ১৯৯১ এর অধীন আরোপিত ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক হতে।

আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক হিসাবে নিলে অর্ধেকেরও বেশি সরকারি রাজস্বের যোগান দেয় ভ্যাট আইন, ১৯৯১। উক্ত আইনের আওতায় ছোট বড় সবাইকে কোনো কোনো নামে ভ্যাট প্রদান করতে হয়। যেমন, সাধারণভাবে ৮০ লক্ষ টাকার নীচের সবাইকে ৩% টার্নওভার কর, কোনো ব্যবসায়ী যদি বছরে এক টাকাও বিক্রি করেন তবু তাকে টার্নওভার কর বা ভ্যাট দিতে হয়। আইনে স্বাভাবিকভাবে ৮০ লক্ষ টাকার নিচের সবার জন্য ৩% টার্নওভার কর প্রদানের সুযোগ থাকলেও অন্য একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে যে কাউকে টার্নওভার নির্বিশেষে ১৫% ভ্যাট প্রদান করতে সরকার বাধ্য করতে পারে। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে টার্নওভার যাইহোক না কেন, সবাইকে ১৫% ভ্যাট প্রদানের বিধান জারির সুযোগ রয়েছে। সেই ক্ষমতাবলে অর্থাৎ ১৯৯১ সনের আইনের আওতায় ঢাকা (উত্তর), ঢাকা (দক্ষিণ) এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার নির্বিশেষে ১৫% ভ্যাট দিতে হয়। তাছাড়া দেশ ব্যাপী অসংখ্য পণ্য এবং সেবাকে টার্নওভার নির্বিশেষে ১৫% ভ্যাট দিতে হয়।

কিন্তু নতুন আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণভাবে করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংজ্ঞাও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। নতুন অনলাইন ভ্যাটের আওতায় যাদের ব্যবসার বার্ষিক বিক্রি ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের কোনো ধরনের নিবন্ধন নিতে হবে না এবং কোনো নামেই কোনো ধরণের ভ্যাট দিতে হবে না। আর নতুন আইনে সরকারকে এর ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চাইলেও আইন পরিবর্তন না করে শুধু প্রজ্ঞাপন দিয়ে কারো জন্যই এ সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারবে না। ফলে নতুন আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়েছে।

অপর দিকে মাঝারি প্রতিষ্ঠান হলো তারা যাদের বার্ষিক মোট করযোগ্য বিক্রি অনুচ্চ ৮০ লাখ টাকা। তারা তালিকাভুক্ত হয়ে মাত্র ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করবেন। জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের বিষয় বিবেচনায় শুধু সিগারেট এবং মদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। এ দু'টি খাত ছাড়া অন্য যেকোনো মাঝারি ব্যবসায়ী এ সুযোগ পাবেন। তাদের এ সুবিধার ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দেয়া হয়নি।

ফলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, নতুন আইন ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তথা এসএমই খাতের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছে।

(৫) **রেয়াত গ্রহণঃ** অনেকেই অপপ্রচার করছেন যে, ব্যবসায়ীগণ হিসাব রাখতে পারেন না বিধায় রেয়াত নিতে পারেন না। তাছাড়া রেয়াত গ্রহণ অনেক জটিল। এ যুক্তিটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তারা সবাই অনেক সচেতন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তাই তাঁরা হিসাব রাখতে পারেন বলেই অনুমেয়। তিনি ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব না রাখতে পারলে ব্যবসা করতে পারতেন না। ১৯৯১ সনের আইনে রেয়াত গ্রহণ অনেক জটিল ছিল। ২০১২ সনের নতুন আইনে তা অনেক সহজ করা হয়েছে। শুধু ক্রয় চালান (আমদানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্টি এবং স্থানীয় ক্রয়ের সময় কর চালানপত্র) থাকলেই রেয়াত নিতে পারেন। ব্যবসায়ীকে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখলেই চলবে। নতুন আইনে রেয়াত গ্রহণকে যারা জটিল বলে প্রচার করছেন তাদের আইন ও বিধি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(৬) **ভ্যাট কর্মকর্তাদের হয়রানিঃ** ভ্যাট কর্মকর্তাগণ নতুন আইনে হয়রানি বৃদ্ধি করবেন বলে এক ধরণের প্রচার রয়েছে। অথচ নতুন আইনে কমিশনারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোনো পর্যায়ের কর্মকর্তাই কোনো করদাতার অফিসে যেতে পারবেন না। বর্তমানে প্রায় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণই অবাধে যেতে পারেন। নতুন আইনটি হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল। শুনানি ব্যতীত কোনো কারণেই করদাতাকে ভ্যাট অফিসে যেতে হবে না। ২৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম উদ্বোধন করেন। এর পর হতে প্রতিদিন গড়ে ৩ শতাধিক নিবন্ধন হচ্ছে। যারা নতুন আইনে হয়রানি বৃদ্ধির কথা বলছেন, তাদের অনলাইনে নিবন্ধন নিলে স্বীকার করবেন যে অনলাইন ব্যবস্থায় হয়রানির কোন অবকাশ নেই। বিগত ০৬/০৪/২০১৭ তারিখে এফবিসিসিআই এর বর্তমান সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এসে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করে মাত্র ৫ (পাঁচ) মিনিটে তাঁর প্রায় তিন শতাধিক এন্টারপ্রাইজ/ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন সুসম্পন্ন করেছেন।

০২। নতুন আইনটি মূলত সহজ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক শৃংঙ্খলা স্থাপন করে অধিক রাজস্ব আদায়ের পথকে সুগম করবে। বর্তমানে ৮.৬৪ লক্ষ নিবন্ধিত করদাতা আছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ৩২ হাজার দাখিলপত্র জমা দেন। অর্থাৎ এ কয়টি প্রতিষ্ঠানই প্রতিপালনকারী (Compliant) করদাতা। নতুন আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বেচ্ছা প্রতিপালন বৃদ্ধি করা। অন্তত ৯০% করদাতা যেন দাখিলপত্র জমা দেন। এ জন্য সিস্টেম বেজড নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ লক্ষ্যে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম অন্য অনেক সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেটেড হবে। অপ্রতিপালনকারী করদাতাগণ যাতে দাখিলপত্র জমা দেন এবং চালান ইস্যু করেন সে ব্যবস্থা সিস্টেমের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। ফলে আর্থিক শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর্থিক শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে এখন যারা কর দিচ্ছেন তাদের ওপর হতে করভার তথা অতিরিক্ত কর প্রদানের বর্তমান চাপ কমে যাবে। যারা এখন নিবন্ধিত, ব্যবসা করেন কিন্তু কর দেননা তারাই অতিরিক্ত রাজস্বের যোগান দিবেন। আর যারা বর্তমানে কর ফাঁকি দেন, যে পরিমাণ বিক্রি করেন তার চেয়ে কম প্রদর্শন করেন, কর আরো কম দেন, তাদেরকেও সব বিক্রয় দেখাতে হবে। ফলে, তাদের প্রকৃত কর দিতে হবে। যারা কর ফাঁকির অপরাধের সাথে জড়িত, নতুন আইন তাদের জন্য সত্যি কঠোর। তাদের সাথে সহজ ব্যবহার অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়া। এটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আমরা সমর্থন করতে পারিনা।

০৩। ব্যবসায়ীগণ সম্মানিত ভ্যাট ট্রাস্টি। তারা ভ্যাট হিসেবে জনগণের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থের ট্রাস্টি। তারা শুধু ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করেন। যারা ভ্যাট আদায় করেন অথচ ভোক্তাকে চালান দিতে চান না, দাখিলপত্রের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকার হিসাবও দিতে চান না অনুগ্রহ করে তাঁদের প্রশ্রয় না দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নতুন আইনে মৌলিক চাহিদা, জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন পণ্য ও সেবায় অব্যাহতি দেয়া আছে। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী তা থেকে উপকৃত হবেন। বাংলাদেশের জনগণ এখনও ১৫% ভ্যাট দিচ্ছেন। নতুন আইনের আওতায়ও তারা তা দেয়া অব্যাহত রাখবেন। নতুন আইন শুধু জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর সরকারি কোষাগারে আসার পদ্ধতিটি নিশ্চিত ও সহজ করবে। যাতে জনগণের দেয়া অর্থের মাধ্যমে সরকার তাদের আরো উন্নত সুযোগ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে পারে। আমরা বিনীতভাবে আহবান জানাচ্ছি, যারা জনগণের প্রদত্ত অর্থ আত্মসাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য। আসুন ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলে আগামী ১লা জুলাই, ২০১৭ থেকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব নতুন ভ্যাট আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করি এবং উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব আহরণ করি। আগামী দিনে আমাদের স্লোগান হোক:

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ	ভ্যাট দিব জনে জনে
দেশের হচ্ছে উন্নয়ন	অংশ নিব উন্নয়নে

প্রচারে

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড